আমাদের সময়

তারিখ 01 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নীলক্ষেতে বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণে চলছে জাল সনদ-নকল বইয়ের ব্যবসা

হাবিব রহমান ●

রাজধানীর নীলক্ষেতে চলছে জাল সনদ ও নকল (কপি করা) বইয়ের রমরমা ব্যবসা। 'বিপ্লব সিন্ডিকেট' নামে একটি চক্র অবাধে প্রশাসনসহ সবার গোচরেই নির্বিবাদে এ অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। এতে বিশেষ করা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন প্রকাশকরা। তারা অবিলম্বে বিপ্লব সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবি জানিয়েছেন।

জানা গেছে, এই সিন্ডিকেটের প্রধান বিপ্লব সরকার ঢাকার ১৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক। এটি তার নতুন রাজনৈতিক পরিচয়। এর আগে তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোদ্দা কথা, যখন যে দল করলে সুবিধা আদায় করা যায়, সে দলেই ভিড়ে যান। ওই দলবদলের ফলে এরই মধ্যে শূন্য থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন তিনি। চড়েন বিলাসবহুল দামি গাড়িতে। স্থানীয় আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতাকর্মী জানান, অবৈধ কারবার টিকিয়ে রাখতেই বিপ্লব আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। তার কর্মকাণ্ডে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি দেখার কেউ নেই।

সরেজমিন নিউমার্কেট এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে জানা গেছে, বিপ্লব তার মামার হাত ধরে বছর দশেক আগে ঢাকায় আসেন। প্রথমে তিনি একটি ফটোকপির দোকানে সহকারীর কাজ নেন। এ সময় যুক্ত হন স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে। ২০০৯ সালের শুরুর দিকে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বইয়ের কপি নকলের (ফটোকপি) কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে চলতে থাকে জাল সনদের কারবার। টাকা দিলেই তার কাছ থেকে যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাওয়া যায়। অবৈধ এ ব্যবসায় অর্জিত অর্থ দিয়ে ধীরে ধীরে তিনি প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন এলাকায়।

কার্যকর পদক্ষেপের দাবি প্রকাশকদের

২০১২ সালের শেষ দিকে শুরু হয় তার 'ওপেন সিক্রেট' নকল বইয়ের ব্যবসা। নিজেকে স্থানীয় সংসদ সদস্যের 'কাছের লোক' দাবি করা বিপ্লব নীলক্ষেতের বাকুশা হকার্স মার্কেট ও বাকুশা মার্কেটের অসংখ্য দোকানিকে বাধ্য করেন তার এই নকল বইয়ের ব্যবসায় যুক্ত হতে। কেউ রাজি না হলেই তার ওপর নেমে আসে নির্যাতনের খড়্গ। শুধু অবৈধ কর্মকাণ্ডই নয়, বিপ্লব বেইমান বলেও অভিযোগ করেন তার মামা। তিনি জানান, তার হাত ধরেই ঢাকায় এসেছিলেন বিপ্লব। কিন্তু এখন তিনি সেই মামাকেই নীলক্ষেতে ব্যবসা করতে দিতে চাইছেন না।

সম্প্রতি পুলিশের এক গোপন প্রতিবেদনেও বিপ্লবের নকল বই-সনদের ব্যবসার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। এতে বর্ণনা দেওয়া হয়, কীভাবে একেবারে শূন্য থেকে কোটি কোটি টাকার মালিক বনে গেছেন তিনি।

জানা গেছে, বিএনপির রাজনীতি করার সময় বিপ্লবের নামে গাড়ি পোড়ানোর একাধিক মামলা হয়। কিন্তু ভোল পাল্টে এখন সেই বিপ্লবই আওয়ামী লীগ নেতা। বিপ্লবের সব অপকর্মের অন্যতম সহযোগী সজল, মাহবুব, আলমগীর, মাহবুব রনি, মাজেদ তালুকদার, সিরাজ ওরফে লম্বা সিরাজ, শাওন,

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

নীলক্ষেতে বিপ্লবের নিয়ন্ত্রণে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অসীম ও শহিদুজ্জামান রকসি। তাদের অনেকেই অস্ত্রবাজ। দুই মাস আগে নিজ গ্রুপের স্পন নামে এক যুবক কথা না শোনায় তার পায়ে গুলি করে বিপ্লবের লোকজন। অভিযোগ রয়েছে, বিপ্লবের নির্দেশেই ওই হামলা চালানো হয়। ওই সময় তার ১০ সহযোগীর নাম উল্লেখ করে নিউমার্কেট থানায় একটি মামলা করা হয়। কিন্তু পরে কৌশলে মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয় বিপ্লবের নাম। অভিযোগ রয়েছে, পুলিশ মোটা টাকার বিনিময়ে তাকে মামলার বাইরে রাখে। এদিকে ওই মামলার অন্য আসামি বিপ্লবের সহযোগীরা নিউমার্কেট এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও তাদের খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ। এক পুলিশ কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, মাঝে মধ্যে লোক দেখানো অভিযান চালানো হলেও বিপ্লব সরকার থেকে যান ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে নিউমার্কেট থানা পুলিশের দাবি, তাদের ধরতে অভিযান চলছে। অভিযোগগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে বিপ্লব সরকার আমাদের সময়কে বলেন, আমার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ মিথ্যা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ফায়দা হাসিলের জন্য পুলিশ-সাংবাদিকদের কাছে আমার বিরুদ্ধে নানা ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করছে। তবে বিদেশি বই ছাপিয়ে বিক্রির বিষয়টি স্বীকার করে তিনি বলেন, আমি জানি, এটি বৈধ।